

নোটিশ: যে সব অভিবাষণকারীরা ২০১৮ সালের ৩১শে অক্টোবরে বন্দীশালায় ছিলেন তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য জারিকৃত নোটিশে সাড়া দিবার শেষ সময় ছিল ১৯শে অক্টোবর ২০১৮ সাল এবং এই নির্ধারিত সময়সীমা এখন শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু কমিশনার জানিয়েছেন এই অতিক্রান্ত সময়ের পরেও তিনি নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদের বক্তব্য গ্রহণ করা অব্যাহত রাখবেন:

(এ) যারা তাদের আবেদনের সাথে সম্পর্কিত তথ্যের উত্তর জানার জন্য হোম এফ্যায়াস বিভাগে অনুরোধ করেছেন ২০১৮ সালের ১৯শে অক্টোবরে অথবা তার আগে, কিন্তু সেই সময়ে তাদের অনুরোধের কোন জবাব পান নাই, অথবা

(বি) যারা কিছুদিনের মধ্যে বিভাগ থেকে কিছু তথ্য পেয়েছেন, অথবা যারা হোম এফ্যায়াস বিভাগে আগাম অনুরোধ করে রেখেছিলেন নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে অর্থাৎ ১৯শে অক্টোবর ২০১৮ সালের আগে। কিন্তু অনুরোধের উত্তর পেয়েছেন ২০১৮ সালের ১০ই সেপ্টেম্বরে বা তার পরে।

উপরে বর্ণিত (এ) বা (বি) এই দুই অবস্থার অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের আবেদন সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার অনুরোধ বিভাগে উপস্থাপন করে তার জবাবের অপেক্ষায় ছিলেন তারা অনুরোধ উপস্থাপন করার ৪০ দিনের মধ্যে জবাব পাবেন বলে অনুমতি পেয়েছেন।

সেই সব ব্যক্তির যারা (এ) বা (বি) এই দুই অবস্থার অন্তর্ভুক্ত তাদের সাথে বিভাগ ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করবে।



Australian Government

Office of the Australian Information Commissioner

TO ALL PERSONS IN IMMIGRATION DETENTION 31 JANUARY 2014

৩১ জানুয়ারি, ২০১৪- তারিখে ইমিগ্রেশন ডিটেনশনে থাকা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

প্রেক্ষাপট

- ১। ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে ডিপার্টমেন্ট অফ ইমিগ্রেশন এন্ড বর্ডার প্রোটেকশন (**Department of Immigration and Border Protection – ডিপার্টমেন্ট**) ভুলক্রমে তাদের ওয়েবসাইটে একটি ডিটেনশন রিপোর্ট প্রকাশ করে। রিপোর্টটিতে সেই সমস্ত লোকের ব্যাপারে তথ্য ছিল, যারা ৩১ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে অভিবাসী ডিটেনশন কেন্দ্রে ছিল, অথবা রেসিডেন্স নির্ণয়ের আওতায় মুক্ত অবস্থায় বা অন্য কোথাও ডিটেনশন ছিল (তথ্য ফাঁস)।
- ২। উক্ত ব্যক্তিগত তথ্যাদি ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট থেকে ও ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তে ইন্টারনেট আর্কাইভ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়।
- ৩। ৩০ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে ডিপার্টমেন্ট হতে যাদের ব্যক্তিগত তথ্য ভুলক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল তাদের পক্ষ থেকে কমিশনারের নিকট একটি গণঅভিযোগ দায়ের করা হয় (গণঅভিযোগ)।

গণঅভিযোগ কী?

- ৪। The Privacy Act, 1988 (Cth) এর অধীত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের কোন অভিযোগ, যা একজন ব্যক্তি সকল ভুক্তভোগীর পক্ষে হয়ে করেন তাকে গণঅভিযোগ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কমিশনার ক্ষতিগ্রস্ত বা দুর্ভোগের সম্মুখীন সকলে ক্ষতিপূরণের দাবিদার এই মর্মে ঘোষণা দিতে পারেন।

এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

- ৫। তথ্য ফাঁসের ফেল দুর্ভোগ বা ক্ষতির সম্মুখীন ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ পাবে কিনা, তা সহ গণঅভিযোগের ব্যাপারে অন্য যেকোন সিদ্ধান্ত নিতে আপনার তথ্য সহযোগিতা প্রয়োজন।



- ৬। যদি আপনি তথ্যফাঁসের শিকার হয়েও নিচে উল্লেখিত তথ্যাদি পেশ না করেন তবে কমিশনার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে আপনি তথ্যফাঁসের দরুণ কোনপ্রকার ক্ষতির সম্মুখীন হননি আর তাই আপনি তথ্যফাঁস সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের দাবিদার নন।

আমার কী করণীয় ?

- ১। যদি আপনি তথ্য ফাঁসের ফলে কোনপ্রকার দুর্ভোগের শিকার বা ক্ষতিগ্রস্ত না হন, তাহলে আপনি এর জন্য কোন ক্ষতিপূরণ পাবেন না। সেক্ষেত্রে এই ঘোষণা আপনার জন্য নয়।
- ২। যদি আপনি নিজেকে তথ্য ফাঁসের ফলে দুর্ভোগের শিকার বা ক্ষতিগ্রস্ত মনে করেন, এবং এর জন্য ক্ষতিপূরণ পেতে চান, তাহলে কমিশনারের কাছে আপনাকে নিম্নলিখিত তথ্য প্রদান করতে হবেঃ
১. আপনাকে আপনার দুর্ভোগ বা ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত সকল তথ্য প্রদান করতে হবে।
 ২. এই তথ্য বিধিবদ্ধ ঘোষণার আকারে হতে পারে, অথবা আপনার স্বাক্ষরিত নিজ বয়ানে জবানবন্দী হতে পারে। তবে প্রচলিত ঘোষণা বা জবানবন্দী স্বল্পগুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে।
 ৩. তথ্য হিসেবে তথ্যফাঁসের সময় অথবা আপনি যখন এ ব্যাপারে প্রথম জানলেন সেসময়ের যেকোন আলামত গ্রহণযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, এমন কোন মেডিকেল রিপোর্ট যা তথ্যফাঁসের প্রতি আপনার প্রতিক্রিয়া অথবা গৃহীত চিকিৎসার প্রমাণ বহন করে। তবে এই ঘোষণা প্রকাশ পরবর্তী সময়ে তৈরি রিপোর্ট সামান্যই গুরুত্ব পাবে।
 ৪. আপনার পক্ষে লিখিত চিঠিপত্র যদি আপনার নিজ ভাষ্য না হয়, তবে তা স্বল্পগুরুত্ব বহন করবে।
 ৫. নিচে উল্লেখিত সময়ের পর প্রেরিত তথ্যাদি বিবেচনা না করার এখতিয়ার কমিশনার রাখেন।
- ৩। আপনার oaic.gov.au/repcomplaint ঠিকানায় থাকা রেসপন্স ফর্ম পূরণ করতে হবে।

অথবা repcomplaint@oaic.gov.au তে ই-মেইল যোগে বা GPO Box 5218, Sydney, NSW 2001 ঠিকানায় চিঠি মারফত পাঠাতে পারেন। আপনাকে সনাক্ত করার মতো তথ্য যেমন আপনার পুরো নাম, জন্ম তারিখ, ডিপার্টমেন্ট প্রদত্ত কোন আইডি নাম্বার ইত্যাদি) দিতে হবে, যাতে OAIC ও ডিপার্টমেন্ট আপনাকে সনাক্ত করতে পারে।

- ৪। সকল তথ্য ১৯ এপ্রিল, ২০১৮ বেলা ৪ টার মধ্যে পাঠাতে হবে।



গণঅভিযোগ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার

- ৫। আপনি যদি আপনার পক্ষে করা এই অভিযোগ সন্তুষ্ট না হন, ও এর সাথে সম্পৃক্ত থাকতে না চান, তাহলে আপনি যেকোন সময় OAIC ওয়েবসাইটে (oaic.gov.au/repcomplaint) প্রদত্ত রেসপন্স ফর্ম পূরন করে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।
- ৬। এইরূপ প্রত্যাহার আপনার তথ্য ফাঁসের ফলে ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তি ব্যহত করতে পারে। তাই রেসপন্স ফর্মে প্রদত্ত তথ্যাদি সতর্কতার সাথে পড়বেন।

প্রশ্ন বা সহযোগিতা

- ১। এই ঘোষণা বুঝতে, বা এর উত্তর দিতে কোন সহযোগিতা প্রয়োজন হলে 1300363992 নাম্বারে ফোন করে, বা repcomplaint@oaic.gov.au তে ই-মেইল পাঠিয়ে OAIC এর সাথে যোগাযোগ করুন।

নোটঃ গ্রুপের সকল সদস্য, যারা ৩১ জানুয়ারী ২০১৪ তারিখে ইমিগ্রেশন ডিটেনশনে আটক ছিলেন, তাদেরকে এক্টিং কমিশনার এই নোটিশে সাড়া দেবার জন্য আরও ১৪ সপ্তাহ সময় বর্ধিত করেছেন। এখন জমাদানের শেষ সময় ৩১ অক্টোবর ২০১৮, ৪টা পর্যন্তা ধারণা করা হচ্ছে, পরবর্তীতে জমাদানের আর কোন সময় বাড়ানো হবে না।

